তারিখ ..04 APR.2016.....
পৃষ্ঠা ...১..২... কলাম.... ২......

আমাদের সময়

ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কিশোরীকে ধর্ষণ

ফরিদপুর প্রতিনিধি ●
ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী দেখতে এসে হাসপাতালের নতুন ভবনের সপ্তম তলায় ১৬ বছরের এক কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বর্তমানে ওই কিশোরী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি রয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে 'রহস্যজনক' আচরণ করছে। এ ঘটনায় থানায় এখনো কোনো মামলা না হলেও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও ধর্ষণের শিকার হওয়া কিশোরীর সঙ্গে কথা বলেছে। যদিও কিশোরীর সঙ্গে গণমাধ্যম কর্মীদের কথা বলতে দিচ্ছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, শহরতলির গেরদা ইউনিয়নের শুকুর শেখের মেয়ে নিশি সম্প্রতি ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নতুন ভবনের ষষ্ঠ তলার ১১নং বেডে অসুস্থতার কারণে এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ভর্তি হন। নিশি যে বাসায় থাকত সে বাসার কাজের মেয়ে গত শনিবার বিকালে হাসপাতালে আসে নিশিকে দেখতে। এ সময় মেয়েটি ভুলক্রমে সপ্তম তলায় গেলে আগে থেকে পিছু নেওয়া তিন যুবক তাকে জোরপূর্বক একটি রুমের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে ওই কিশোরীকে তারা ছেড়ে দেয়। পরে কিশোরী সব ঘটনা খুলে বলে নিশিকে। অবস্থা খারাপ থাকায় তাকে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করা হয়। নিশি জানান, সে কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাকে দেখতে এসেই ধর্ষণের শিকার হলো মেয়েটি। সে জানায়, মেয়েটি তাকে সব ঘটনা খুলে বলেছে। তাকে ৩টি ছেলে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে খারাপ কাজ করেছে। নিশি আরও জানায়, মেয়েটির বাড়ি বগুড়ায়। তার বাবা-মা গ্রামের বাড়িতে থাকে। তারা এ ঘটনা জানে না। এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শাস্তি চাই। স্থানীয়রা জানান, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে একটি 'দালাল' চক্র রয়েছে। তারাই মূলত এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। ধর্ষণের এ ঘটনার সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের এক হেলপার ও দুই দালাল জড়িত বলে তারা জানান।

ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের ওয়ার্ড ইনচার্জ মো. কাউসার বলেন, রাত সাড়ে ৮টার দিকে কিশোরীকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা এখন ভালো। কিশোরীর সঙ্গে কথা বলার জন্য বলা হলে ওয়ার্ড ইনচার্জ গেট লাগানো, কোনো প্রকার ছবি তোলা ও সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ লেখাটি দেখিয়ে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন।

ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছিল। তারা ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন। কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছে কিনা তা ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে। এর আগে কিছুই বলা যাবে না। ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসক ডা. খবির বলেন, কিশোরীর কিছু মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়েছে। আরও কিছু টেস্ট বাকি রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার নাগাদ রিপোর্ট পাওয়া যাবে। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ওসি নাজিমউদ্দিন আহমেদ জানান, ঘটনাটি জানার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছে। কেউ এখনো অভিযোগ করেনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিংবা মেয়েটির তরফ থেকে কেউ অভিযোগ দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।